মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৮৭৪

পর্ব-২৫: শিষ্টাচার (كتاب الآداب)

পরিচ্ছেদঃ ১০. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - জিহ্বার হিফাযাত, গীবত এবং গালমন্দ প্রসঙ্গে

আরবী

وَعَن أبي سعيدٍ وجابرٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ» ـ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يغفِرَها لَهُ صَاحبه»

বাংলা

৪৮৭৪-[৬৩], ৪৮৭৫-[৬৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ও জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ''গীবত'' ব্যভিচারের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! গীবত ব্যভিচার হতে ভয়ঙ্কর কিভাবে হতে পারে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মানুষ ব্যভিচার করে, অতঃপর তওবা্ করে এবং আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তওবা্ কবুল করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, অতঃপর ব্যভিচারী তওবা্ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করেন; কিন্তু পরোক্ষ নিন্দাকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না যার নিন্দা করা হলো সে ক্ষমা করে।[1]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল) : শু'আবুল ঈমান ৬৭৪১, য'ঈফুল জামি' ২২০৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৬৯০।

হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণ, এর সনদে ''আববাদ ইবনু কাসীর'' নামের রাবী মাতরূক। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ সে অনেক মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছে। য'ঈফাহ্ ১৮৪৬।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ (الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا) গীবত, যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও আরো মারাত্মক ভয়ংকর কাজ তথা বান্দার

অধিকার সংশ্লিষ্ট কাজের বিপরীত একটি কঠিন অপরাধমূলক কাজ।

(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟) সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে গীবত, যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও কঠিন? অথচ যিনাও তো একটি বড় গুনাহ- এ ব্যাপারে কঠিন ভীতি প্রদর্শন ও হত্যা, বেত্রাঘাত ইত্যাদি শাস্তির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

(قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ) তিনি উত্তরে বললেনঃ কোন ব্যক্তি যিনা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দেন, ফলে সে সত্য ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, সে তাওবাহ্ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু গীবতকারী যদিও আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় তথাপি গীবতকৃত ব্যক্তি ক্ষমা করে না দেয়া পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হয় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75598

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন